সংবাদ

তারিখ 27 MAY 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

দেশের কথা দশের কথা

নারায়ণগঞ্জে শিক্ষক লাঞ্ছনা : একটি পর্যালোচনা

মো. মইনুল ইসলাম

নারায়ণগঞ্জে সম্প্রতি একজন প্রধান শিক্ষক লাঞ্ছিত হয়েছেন। লাঞ্ছনাকারী এমপি সেলিম ওসমান এখন দেশব্যাপী বহুল আলোচিত এবং নিন্দিত ব্যক্তি। শিক্ষক মহোদয়কে কান ধরে উঠবোস করানোর সময় এমপি সাহেবের পাশে দাঁড়িয়ে আদেশ নির্দেশ দেয়ার ঘটনা আমরা টিভির পর্দায় স্বচক্ষেই দেখলাম। শুধু কান ধরে উঠবোস করানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেননি। প্রধান শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্তের মতে তিনি তার গালে কয়েকটি চড়-থাপ্পড়ও মেরেছেন। শ্যামল বাবু প্রায় ১৬/১৭ বছর যাবত বিদ্যালয়টির কাজে নিয়োজিত। গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী ইদানীং বাধা হয়ে উঠলো স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান ফারুকুল ইসলাম। কারণ তিনি তার বোনকে শ্যামল বাবুর পদে বসাতে চান। আর সেটার মূল মদতদাতা এমপি সাহেব। আর ঘটনায় এমপির মুখ্য ভূমিকা পালন থেকে এটা সহজেই অনুমেয় এমপি সেলিম ওসমানের বিরুদ্ধের শুধু বর্তমান ঘটনার ব্যাপারেই অভিযোগ নয়, ত্বকি হত্যাই হোক, কিংবা নূর হোসেনের সাত খুনই হোক, নারায়ণগঞ্জে সংঘটিত বড় ধরনের সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটলে আলোচ্য এমপি সাহেবের নাম উঠবেই। শ্যামল বাবু লাঞ্ছনার ব্যাপারে তার শুধু সংশ্লিষ্টতা নয়, প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালনে কোন ব্যতিক্রম হয়নি। মনে রাখতে হবে শ্যামল বাবু একাধারে হিন্দু এবং শিক্ষক। নিরীহ এবং দুর্বল বলে সমাজে যাদের পরিচিত, তিনি তাদের একজন।

শ্যামল বাবুর বিরুদ্ধে যে কয়টি অভিযোগে শাস্তির অবতারণা করা হয়, তার বড়টি হচ্ছে ইসলাম ধর্ম অবমাননা, যা তিনি সুস্পষ্টভাবে অস্বীকার করেছেন। আর এটা সাধারণ কান্ডজ্ঞানের ব্যাপার যে, একজন হিন্দু শিক্ষক বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের দেশে তাদের ধর্মের ব্যাপারে কটূক্তি করবেন। এটা যে শুধু তার কর্তব্য কাজের আওতায় পড়ে না তাই নয়, তা যে ইচ্ছাকৃত ভাবে নিজের জন্য বিপদ ডেকে আনা এটুকু জ্ঞানবুদ্ধি না থাকলে তিনি প্রধান শিক্ষক হতে পারতেন না। তার বিরুদ্ধে বিদ্যালয়ে চাকরি বিক্রি, ছাত্রদের মারধর, কাজে অনুপস্থিতি এবং বিলম্বে কর্মস্থলে আসা জাতীয় কিছু হালকা এবং অবিশ্বাস্য অভিযোগ তুলে তাকে প্রাক্তন ব্যবস্থাপনা কমিটি বরখাস্তও করেছিল। এখন দেখা যাচ্ছে সেলিম ওসমান অন্য অভিযোগ বাদ দিয়ে ধর্ম অবমাননাকে প্রধান অভিযোগের বিষয় হিসেবে তুলে ধরতে চাচ্ছেন। তাঁর বক্তব্য থেকে বোঝা গেল, তিনি যা করেছেন তা ধর্মের স্বার্থে। এ কারণে যদি মরতেও হয় তিনি রাজি। শহিদ হওয়ার জন্য ইদানীং দেখা যাচ্ছে শুধু মানবতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধীরা নয়, এমপি সাহেবের মতো ধর্মযোদ্ধারাও প্রস্তুত। অবশ্য ধর্ম অবমাননার অভিযোগটিকে জায়েজ করার জন্য পার্শ্ববর্তী মসজিদের মাইক থেকে ঘোষণা দিয়ে কিছু মানুষকেও জড়ো করা হয়েছিল। একদল তথাকথিত ইসলামপন্থির দ্বারা স্থানীয় শহীদ মিনারও দখল করে রাখা হয়েছিল, যাতে এ ঘটনার প্রতিবাদকারীগণ সেখানে একত্রিত না হতে পারে। এ সব সাজানো নাটকের চেয়েও বড় কথা এমপি সাহেব ধর্ম অবমাননার ব্যাপারটিকেই সর্বাধিক প্রাধান্য দিচ্ছেন এবং শহীদ হওয়ার ঝুঁকি এবং নেকি অর্জনের অভিলাষও ব্যক্ত করেছেন। অথচ সরকারি তদন্ত কমিটি ধর্ম অবমাননার প্রমাণ পায়নি।

ধর্ম অবমাননার বিষয়টি বেশ স্পর্শকাতর। এটা ধরে এমপি মহোদয় প্রথমত একদল ধর্মান্ধ মৌলবাদী গৌষ্ঠীর মাধ্যমে আন্দোলন জাতীয় কর্মসূচি দিচ্ছে। অন্যদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ সরল মানুষের ধর্মানুভূতিতে সুরসুরি দিয়ে একটি হিন্দু ও সরকারবিরোধী জনরোষ তৈরি করতে চাচ্ছেন। মূল উদ্দেশ্য আইন ও বিচারের হাত থেকে রেহাই পাওয়া। অন্যদিকে দেশব্যাপী নিন্দার যে ঝড় উঠেছে, তার তীব্রতাকে কিছুটা নমনীয় এবং সহনীয় করা। কিন্তু এ ধরনের বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই কি দেশে এমপি তথা আইন-প্রণেতা হয়? এমপি সেলিম ওসমান শুধু নিজের হাতে আইন তুলে নেয়নি, অত্যন্ত নিন্দনীয়ভাবে একজন প্রধান শিক্ষককে অত্যন্ত ঘৃণ্য ধরনের শারীরিক শাস্তি প্রদান করেছেন। এ ধরনের বর্বরতার আশ্রয় নিয়ে তিনি নিজে যে সভ্য সমাজে ঘৃণা এবং নিন্দা কুড়াবেন সেটা কি তার বিবেচনায় আসেনি? এ ধরনের নীতি-নৈতিকতা এবং ভদ্রতাবোধ বর্জিত কিছু লোকজন দেশের আইন ও নীতি প্রণেতায় পরিণত হওয়ার ফলে রাজনীতির মানও নিম্নগামী হয়েছে। ইতোমধ্যে টাঙ্গাইলের এক এমপি হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে দীর্ঘদিন পলাতক থাকায় তার বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি হয়েছে। আর গাইবান্ধার এক এমপি ১২ বছরের এক শিশুকে গুলি করে জামিনে আছে। জনগণ নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের যে সম্মান এবং দায়িত্ব দিয়েছিল, সে সম্মান এবং দায়িত্ব রক্ষায় তারা ব্যর্থ হয়েছে, বলা ভুল হবে না।

সুখের বিষয়, শিক্ষক লাঞ্ছনার এ ঘটনায় দেশের সুশীল সমাজ এবং সচেতন জনগণ প্রতিবাদ ও নিন্দায় সোচ্চার হয়ে উঠেছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন, অন্যান্য শিক্ষক সমিতি সমূহ, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, সুশাসনের জন্য নাগরিক, মানবাধিকার সংস্থাগুলো ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। ছাত্র সমাজও এ ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। এর ফলে সরকার দ্রুত কিছু ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা নিয়েছে। তথাকথিত স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি ভেঙে দেয়া হয়েছে এবং শ্যামল বাবুকে স্বপদে মর্যাদা সহকারে বহাল করা হয়েছে। দেশব্যাপী এ ধরনের প্রতিবাদ ও নিন্দার ফলে এটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় যে, দেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অবসান ঘটেনি। বরঞ্চ অটুট আছে। হিন্দু একজন প্রধান শিক্ষকের প্রতি এ ধরনের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আসলে অসাম্প্রদায়িক এবং গণতান্ত্রিক চেতনারই বলিষ্ঠ বহি:প্রকাশ।

ইতোমধ্যে দেশের সর্বোচ্চ আদালত স্বপ্রণোদিতভাবে এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নিতে সরকারের ওপর রুল জারি করেছেন। বিচার বিভাগের এ ধরনের সক্রিয়তা আমাদের উৎসাহিত করে। আইনমন্ত্রী এ ব্যাপারে আইনি ব্যবস্থা নেয়ার কথাও বলেছেন। সড়ক ও যোগাযোগ মন্ত্রীর বক্তব্যও এ ব্যাপারে উৎসাহজনক। দেখে-শুনে মনে হচ্ছে অসভ্য অসুরদের দাপট জয়ী হবে না। জয়ী হবে ন্যায়, সত্য এবং সভ্যতা। দেশের শিক্ষিত সচেতন মানুষ যেমন এ ব্যাপারে জেগে উঠেছে, তেমনি সক্রিয় হয়ে উঠেছে সরকার এবং বিচার বিভাগ। ধর্মের মিথ্যা বর্ম পরে এবং একদল ধর্মান্ধের সহায়তায় নারায়ণগঞ্জের এই এমপি বাহাদুর কতটুকু পার পায় তাই দেখার বিষয়। এটাও বিস্ময়ের বিষয় যে, এ পর্যন্ত বিএনপি এবং সেলিম ওসমানের জাতীয় পার্টি এ ব্যাপারে নির্বাক। তাদের গণতন্ত্রের প্রতি দরদ কি সুবিধামত?

[**লেখক :** অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়]

২১-৫-১৬